গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

তথ্যবিবরণী নম্বর-১৩৯

আশ্রয়ণ প্রকল্পের বিভাগীয় সভায় সিদ্ধান্ত

নতুন করে ভূমিহীন পাওয়া গেলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, বাস্তবায়নে সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ

ময়মনসিংহ (বৃহস্পতিবার, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি.):

‘বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন, ভূমিহীন থাকবে না’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান আছে। নতুন করে ভূমিহীন পাওয়া গেলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ও গৃহ নির্মাণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সুস্থ সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্পের বিভাগীয় সভায়।

সম্প্রতি ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া এর সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিব শতবর্ষে "ভূমিহীন ও গৃহহীন" শীর্ষক প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ে ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৭৭টি গৃহ নির্মাণের বরাদ্দ রয়েছে। তারমধ্যে ২০৪টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন এবং উদ্বোধনও হয়েছে। বাকি ১৭৩টি গৃহ নির্মাণ কাজ চলমান। বিভাগের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ৫৭টি, নেত্রকোণা জেলায় ২৭০টি, জামালপুর জেলায় ৫০টি গৃহ নির্মাণ টার্গেট রয়েছে। নতুন করে ভূমিহীন পাওয়া গেলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। নির্মাণ ব্যয় ও কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনা হয়।

সভায় জানানো হয়, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ময়মনসিংহ বিভাগে ৭শ' ৪২টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭শ' ৩৭টির নির্মাণ কাজ চলমান। এতে ময়মনসিংহ জেলায় ৪৬০টি, নেত্রকোণা জেলায় ৪০৭টি, জামালপুর জেলায় ৪১৭টি ও শেরপুর জেলায় ১৯৫টি বীর নিবাস নির্মাণের লক্ষ্য রয়েছে।

এর আগে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ে ময়মনসিংহ বিভাগে ১২ হাজার ৬৩৮টি গৃহ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা। যেখানে ৪ হাজার ১৮৯ জন ময়মনসিংহ জেলায়, ৩ হাজার ৬৭২জন নেত্রকোণা জেলায়, ২ হাজার

৯০৭ জন জামালপুর জেলায় ও ১ হাজার ৮৭০জন উপকারভোগী কবুলিয়ত সম্পাদন ও নামজারি সম্পন্ন গৃহ পেয়েছেন।

আশ্রয়ণ প্রকল্প ও গুচ্ছগ্রাম বাস্তবায়নের আওতায় ময়মনসিংহ বিভাগে ৫ হাজার ৭৬টি গৃহ প্রদান করা হয়। তারমধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ৩৬৪টি, নেত্রকোণা জেলায় ১ হাজার ৭৬৭টি, জামালপুর জেলায় ২ হাজার ৪১৫টি ও শেরপুর জেলায় ৫৩০টি ঘর হস্তান্তর করা হয়। গুচ্ছগ্রাম বাস্তবায়নের আওতায় ময়মনসিংহ বিভাগে ৩ হাজার ৯১৮টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়। যারমধ্যে ময়মনসিংহে ৮১৫টি, নেত্রকোণায় ৮০২টি, জামালপুরে ১ হাজার ৭০৫টি ও শেরপুরে ৫৯৬টি গৃহ প্রদান করা হয়।

এরফলে বিভাগের ৪টি জেলার মধ্যে ৩টি ভূমিহীনমুক্ত ঘোষিত জেলায় দাঁড়ালো। নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুড়ি উপজেলা (পরবর্তীতে সম্ভাব্য উপজেলা) ব্যতীত বিভাগের ৩৩টি উপজেলাই ভূমিহীনমুক্ত উপজেলা। এতে ময়মনসিংহের ১৩টি, নেত্রকোণার ৯টি, জামালপুরের ৭টি ও শেরপুরের ৫টি উপজেলা রয়েছে।

সভায় বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসকগণসহ বিভাগের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, ময়মনসিংহ বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় কর্তৃক আশ্রয়ণ প্রকল্পের ২২টি প্রকল্পের মাধ্যমে বিভাগের ১,২৫০টি পুনর্বাসিত পরিবারের মাঝে ৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৩৭ টাকা (ক্রমপুঞ্জিভূত) ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ঋণ আদায় করা হয় ৭৬%। আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,৩৮৮টি পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৩৪ টাকা (ক্রমপুঞ্জিভূত) ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ঋণ আদায় করা হয় ৭৩%। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৯৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ হাজার ৩২৫টি পুনর্বাসিত পরিবারের মাঝে ১১ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৭১ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং আদায় করা হয় ৭১%। মুজিববর্ষে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ, ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের কার্যক্রমের তথ্যানুযায়ী, আশ্রয়ণ/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে বিভাগের ৪টি জেলার বিপরীতে ৬২ লক্ষ ৮ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ থেকে ১,১০৫জন গ্রহণকারীর মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়। এতে আদায়ের হার শতকরা ৬৪ ভাগ। তাছাড়া ৪টি জেলার অধীন ৭১৪ জনকে বয়স্ক ভাতা, ৪৫৪ জনকে বিধবা ভাতা, ২৩৬ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা, ৩জনকে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বয়স্ক ভাতা, ১জনকে হিজড়া জনগোষ্ঠীর বয়স্ক ভাতা, ৯জনকে প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তিসহ মোট ১,৪১৭ জন উপকারভোগীকে ভাতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

প্রকল্পে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আওতায়, এ বিভাগে ৪,৫০২ শিশুকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। তাতে ভর্তির হার শতকরা ৯৮.৬৯ ভাগ। অপরদিকে মুজিববর্ষে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৩,৪৭২ জন শিশু স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। বিভাগে বিদ্যমান আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৮৮টি পুকুরের মাধ্যমে মাছ চাষের সুবিধা পাচ্ছেন ১০ হাজার ৮২৫ জন উপকারভোগী। মুজিববর্ষে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পে ২২ টি পুকুরে মাছ চাষে ৫ হাজার ৫২৭ জন উপকারভোগী সুবিধা পাচ্ছেন বলে জানান বিভাগীয় মৎস্য দপ্তর।

বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর বিদ্যমান আশ্রয়ণ/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ও মুজিববর্ষে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর টিকা কার্যক্রম, চিকিৎসা প্রদান, ঔষধ বিতরণ করছে। বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর বিদ্যমান আশ্রয়ণ/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ও মুজিববর্ষে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পে বাসিন্দাদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ৪টি জেলায় মোট ৪৩ হাজার ৮৭৫ জন উপকারভোগীর মাঝে ১,৭২০টি নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। আরো ১৯০টি নলকূপ স্থাপন চলমান। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় মোট ৪০ জন উপকারভোগীকে নিয়ে পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০০ জন গ্রহিতা ৩৮.৮৪ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০জনকে ৩ মাস ব্যাপী খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বন বিভাগের আওতায় বিদ্যমান ও মুজিববর্ষের আশ্রয়ণ প্রকল্পে বনায়নের পদক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ৯৮৩টি সবজি বাগান, ৪১০ কেজি সবজি বীজ, ৮ হাজার ৪৭টি ফলের চারা দেয়া হয়।

পরিচালক স্বাস্থ্য এর কার্যালয় জানান, বিদ্যমান আশ্রয়ণ/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে ৮১টি ইপিআই কেন্দ্র ও ১১০টি হেলথ্ ক্যাম্পের মাধ্যমে জানুয়ারি/২৪ মাসে ৩৪ হাজার ২৩৭ জনের মাঝে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়েছে। এছাড়া মুজিববর্ষে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৮৭টি ইপিআই কেন্দ্র ও ১৫৭টি হেলথ ক্যাম্পের মাধ্যমে জানুয়ারি/২৪ মাসে ২৯ হাজার ২৪২ জনকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়মিত পরিদর্শন/মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকগণ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ (রাজস্ব), উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, সহকারী কমিশনারগণ (ভূমি) এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে।

#

মনির/দেওয়ান/রিদওয়ান/হুদা/রেজভী/২০২৪/১৯:০০ ঘ